



WALL STREET-এর ব্যাগ

কাজের জন্য পাঁচ দিন বাইরে কাটিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বাবা যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন তিনি একেবারে বিধ্বস্ত থাকতেন।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমাকে বলতেন গ্যারাজে গিয়ে তাঁর গাড়ি থেকে দুটো জিনিস নিয়ে আসতে: ফোল্ডার আর ব্যাগ।

দুটোই তাঁর দরকার ছিল।

রাত ঠিক 9:30-এ একজন ইন্সপেক্টর ফোন করতেন, আর অঙ্কগুলো তৈরি রাখতেই হত।

এটাই হয়ে উঠল আমাদের শুক্রবারের আচার।

আমি কখনও গাঁইগুঁই করিনি।

বাবার জন্য করতাম।

আমাদের জন্য করতাম।

অঙ্কগুলো কখনও ভুল হত না।

ফলাফল কখনও প্রত্যাশার নিচে নামত না।

আর তাঁকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি।

ছেলেবেলায় আমার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে বাবার কাছে একটা জাদুর ব্যাগ আছে।

বাড়িতে অবশ্য মা-ও প্রায়ই আমাকে বলতেন তাঁর ব্যাগ আর মানিব্যাগটা এনে দিতে।

সেটাই ছিল আমার প্রথম শিক্ষা।

সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিসের নাম একই হতে পারে।

একটা বড়, কাজে ঠাসা।

একটা ছোট, টাকায় ঠাসা।

বহু বছর পরে, এক শীতের সন্ধ্যায়, বাবা আর আমি একটা শেষকৃত্য থেকে ফিরছিলাম।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে রাস্তা অবরোধ, তাই আমাদের এমন এক পথ ধরতে হল যেটা সাধারণত

আমরা কখনও ধরতাম না।

অন্ধকার একটা চওড়া রাস্তার ধারে ছোট ছোট আগুনের পাশে কয়েকজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল।
প্রত্যেকের হাতে একটা করে হ্যান্ডব্যাগ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা।
বাবা হাসলেন।

“ওঁরা কাজের খোঁজে থাকা ভদ্রমহিলা।”

আমি ব্যাগগুলোর দিকে তাকালাম।
“ওঁরা নিজেদের কাজের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েই ঘোরেন,” বাবা বুঝিয়ে দিলেন।
“আর ওঁদের খদ্দের কারা?”
“যারা ভালো কাজ করে।”

আমার বয়স তখন দশ।
স্বভাবতই ধরে নিলাম, যারা কাজ নিয়ে কারবার করে তারা কোনও না কোনওভাবে ওই মহিলাদের
নিয়েও কারবার করে। ভুল বোঝাটা আমার কাছে পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত ঠেকেছিল।

বছ বছর পরে বাবা আমাকে মিলানে নিয়ে গেলেন।
সেই প্রথম আমি ঢুকলাম ইতালীয় অর্থজগতের মন্দিরে, পিয়াৎসা আফারিতে।

লেনদেনের হলঘরটা চিৎকারে ভরা।
কেউ কিনছে।
কেউ বেচছে।
কেউ কাগজের টুকরো নাড়ছে, যেন গোটা সভ্যতাই ওগুলোর ওপর নির্ভর করছে।

আমি হতভম্ব হয়ে চারদিকে তাকালাম।
“ওরা সবাই চৈঁচাচ্ছে কেন?”
বাবা হেসে ফেললেন।
“এই ব্যবসা এভাবেই চলে।”

আমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করলাম।

পনেরো বছর ধরে আমি তাঁকে কাজ করতে দেখেছি।

তাঁকে কখনও চোঁচাতে হয়নি।

আমরা পাগলের মতো হাসলাম।

সেই সন্ধ্যা শেষ হল নাভিলিতে, যেখানে আমার স্মৃতিগুলো আবারও একে অন্যের সঙ্গে মিশে গেল।

রাস্তার ধারের সেই মহিলারা।

তাদের হ্যান্ডব্যাগ।

শেয়ারবাজারের দালালেরা।

তাদের ব্রিফকেস।

আলাদা বাজার।

আলাদা পণ্য।

মানুষের খোঁজটা একই।

ওই পুরুষদের কেউ কেউ প্রায় সবকিছুই কিনতে পারত।

যা পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল, তা হল অনুভূতি।

তারা ভালোবাসা কেনার আশা করত।

সাধারণত যা কিনত, তা অন্য কিছু।

তারপর ছিলেন আমার মাসি।

তিনি তাঁর সাজের জিনিস হ্যান্ডব্যাগের ভেতরে লুকিয়ে রাখতেন, কারণ তাঁর ঈর্ষাকাতর স্বামী বিশ্বাস করতেন সৌন্দর্য আপনা থেকেই ফুটে ওঠা উচিত।

নিখুঁত সেজেগুজে তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন, স্বামী গর্বের হাসি হাসতেন।

“আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে।”

“কী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গায়ের রং।”

আর তিনি চুপচাপ মাথা নেড়ে সাই দিতেন।

আরেকটা ব্যাগ।

আরেকটা গোপন কথা।

আরেকটা বাজার।

বড় হতে হতে আবিষ্কার করলাম, দুনিয়ায় অনেক রকমের ব্যাগ আছে।

কোনওটা অঙ্ক বয়।

কোনওটা টাকা বয়।

কোনওটা কামনা বয়।

কোনওটা মিথ্যে বয়।

আর কোনও কোনওটা বয় গোটা একেকটা জীবন।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা

BLADEFREGA

Wall Street গাথা